সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2019
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

হলের প্রায় সাড়ে চার হাজার আবাসিক ছাত্রী প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করছে এ ধরনের পরিস্থিতি। একবিংশ শতাব্দিতে এসে নারী-পুরুষ যেখানে একসঙ্গে পাশাপাশি কাজ করছে, যেখানে দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে হলে প্রবেশের সময়সীমা রাত নয়টা/দশটা, সেখানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিচিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলের গেট বন্ধ হওয়া নির্ভর করে সূর্যাস্তের ওপর। অর্থাৎ শীতকালে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা এবং গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যা সাতটায় হল গেট বন্ধ হয়। কোন কোন হল গেটে লেখা আছে 'মাগরিবের আজানের পর হল গেট বন্ধ হয়'। এরপর হলে প্রবেশ করতে হলে কর্তব্যরত হাউজ টিউটরকে কৈফিয়ত দিয়ে এবং দেরিতে আগমনে খাতায় নাম রুম নম্বর, বিভাগ, বর্ষ, রোল নম্বর এগুলো লিখে দিতে হয়। যাতে দেরিতে হলে ফেরার অপরাধে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পরে তলব করা যায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগ থেকে গত বছর পড়ালেখা শেষ করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছেন সীমা সোবহান (২৭)। তিনি জানালেন, আমার ছোট বোন পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ছাত্রী হলগুলোর গেট খোলা থাকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত। কর্মক্ষেত্রে এসে আমাদের তো ছেলেদের সঙ্গে সমান তালেই কাজ করতে হয়। তাহলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এটা কেন বুঝতে চায় না?

সন্ধ্যা নামলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রক্টর তার গাড়ি এবং বাহিনী নিয়ে ছাত্রী হলগুলোর সামনে এসে হলের সামনে থাকা ছাত্রীদের হলে প্রবেশের জন্য তাগিদ দেন গাড়ির হর্ন বাজিয়ে। অনেক সময় ছাত্রীদের সঙ্গে থাকা ছেলে বন্ধুদের গালাগালও করেন অকথ্য ভাষায়। আর হল গেটের অতি উৎসাহী দারোয়ানরাও কম যান না।

আর একবিংশ শতাব্দিতে এসে শুধু একাডেমিক পড়ালেখা এবং ভাল রেজাল্ট দিয়ে ভাল কর্মসংস্থান হয় না। পড়াশোনার পাশাপাশি প্রয়োজন ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার কোর্স ইত্যাদি। ডিপার্টমেন্টে ক্লাস করা, সিলেবাসের পড়া, লাইব্রেরিতে রেপারেন্স বুক খোঁজা, প্রাকটিক্যাল ক্লাস করা– সব কিছু শেষ করতে করতে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ সূর্যের আলোকটুকু কখন যে শেষ হয়ে যায় টেরই পাওয়া যায় না। এর মধ্যে একটু সময় বের করে ক্যারিয়ার সচেতন যে ছাত্রীরা ভাষা শিক্ষা বা কম্পিউটার কোর্সে ভর্তি হয় তারা প্রায়ই সূর্যাস্ত আইন ভাঙতে বাধ্য হন।

বিশ্ববিদ্যালয় তো শুধু একাডেমিক পড়াশোনার জায়গা নয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সব জ্ঞানচর্চার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে ছেলে মেয়েরা সাংস্কৃতিক সংগঠন করে, রাজনীতি করে, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন করে। এর সব ক্ষেত্রে ছেলেদের পাশাপাশি কাজ করে নীতি নির্ধারণ থেকে কায়িক পরিশ্রম সব কিছুতেই মেয়েদের অংশগ্রহণ কোন অংশেই কম নয়। তারপরও সান্ধ্য আইনের কাছে পরাজিত হয় মেয়েদের সর্বোচ্চ ভাল করার স্বপ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাম রাজনৈতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যানারে ছাত্রীহলগুলো থেকে সান্ধ্য আইন তুলে নেয়ার জন্য আন্দোলনও করেছে বিভিন্ন সময়। এছাড়াও অন্যান্য আন্দোলনের সময়গুলোতে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর তাদের দাবি সংবলিত যে স্মারকলিপি পেশ করে তার প্রায় প্রতিটিতেই সান্ধ্য আইনের শৃঙ্খল অবমুক্ত করার বিষয়টিও সংযুক্ত থাকে। কিন্তু তবুও প্রশাসন তাদের পুরনো সিদ্ধান্তেই অটল।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এনামুল হক বলেন, আভিভাবকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়।

কিন্তু ভুক্তোভোগী ছাত্রীদের কাছ থেকে জানা যায়, হলে যেহেতু নির্দিষ্ট অভিভাবকের কোন ছবি থাকে না তাই অনুমতি পাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয় না এবং ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আবাসিক হলে অবস্থানরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী এ বিষয়ে তার অভিমত জানিয়ে বলে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভর্তির সময়েই ছবির সঙ্গে তার অভিভাবকের ছবিও রাখতে পারে হল কর্তৃপক্ষ।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী লুবনা আকতারের (২১) অভিযোগ শুধু মেয়ে বলেই আমাদের এই অবস্থা। যেখানে ছেলেরা ২৪ ঘন্টা সময়ই তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যয় করতে পারে সেখানে মেয়েদের অর্ধেকটা সময় কাটে হলে বন্দি থেকে। আর এই ঘটনা ঘটছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিদ্যাপিঠে। এ অভিযোগ লুবনার মতো আরও অনেকেরই।

বিভিন্ন বিভাগের সব বর্ষের একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়– তারা সান্ধ্য আইনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি চায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার অজুহাতে নারী-পুরুসের সমাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চায় না তরা। তারা প্রশাসনের উদ্দেশে জানায়, আমাদের হলে বন্দি করে নয় বরং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কমপক্ষে রাত নয়টা পর্যন্ত বাইরে থাকার অনুমতি দিয়ে পুরো ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা বিধান করুন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মামনুল কেরামত জানান, যারা লাইব্রেরি ব্যবহার করতে চায় তারা তো করেই। তবে রাত আটটার পর মেয়েদের বাইরে থাকাকে ডিসকারেজ করা হয়। আর হল গেট বন্ধ করার সময় বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রশাসনের কোন পরিকল্পনাও নেই বলে তিনি জানান। নিউজ নেটওয়ার্ক